দৈনিক সংবাদ

তা... 23 JUN 1991
পৃষ্ঠা... ৬ ... কলাম ... ৬

শেরপুরে মাদ্রাসা সুপার ৯ লাখ টাকা হাতিয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন

শেরপুর, ২০শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— শেরপুর নৌহাটা জমিয়াতুল মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট আবদুল হালিম মাদ্রাসার অনুদানের ৮ লাখ ৮০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে আত্মগোপন করে আছেন বলে ছাত্র-শিক্ষকগণ এক অভিযোগে জানিয়েছেন। মাদ্রাসা সুপারের ব্যাপক দুর্নীতির জন্য ছাত্ররা গত ৬ মাস যাবৎ ক্লাস বর্জন করে চলেছে।

বর্তমানে ছাত্ররা মাদ্রাসার অফিস কক্ষে ৩টি তালা লাগিয়ে দিয়েছে। তারা সুপারের অপসারণের দাবীতে পোস্টারিং ও বিক্ষোভ মিছিল করছে। এছাড়া জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপিও পেশ করেছে।

সম্প্রতি জেলা প্রশাসকের নির্দেশক্রমে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অশোক মাধব রায় মাদ্রাসার সুপারের বিভিন্ন কার্যকলাপের একটি সরেজমিন তদন্ত করেন। মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ তদন্তানুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকরা অভিযোগ করেন যে, মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত অনুদানের ৮ লাখ ৮০ হাজার টাকা সুপার আবদুল হালিম আত্মসাৎ করেছেন। এসব অর্থ দিয়ে তিনি শেরপুর শহরে একটি বড় পাকা বাড়ি তৈরী করেছেন বলে ছাত্ররা অভিযোগ করে। এছাড়া উক্ত সুপার অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত বলেও এলাকাবাসী অভিযোগ করে। বর্তমানে তিনি আত্মগোপন করে আছে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে কয়েকবার চেষ্টা করেও সুপার আবদুল হালিম-এর বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। জেলা প্রশাসক জানান, তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেলেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

32